খাতা দেখায় গাফিলতি, আজীবন বহিষ্কার ৮ পরীক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৭ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

২০২৫ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়নের দায়িত্বে গাফিলতির দায়ে ৮ পরীক্ষককে আজীবনের জন্য সব পাবলিক পরীক্ষার কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। গতকাল শনিবার বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দারের সই করা এক অফিস আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

আদেশে উল্লেখ করা হয়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নির্ধারিত উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীদের দিয়ে ওএমআর অংশের বৃত্ত ভরাট করিয়ে নেওয়ার মতো গুরুতর অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা তদন্তে নেয় বোর্ড। অভিযুক্তদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা দায় স্বীকার করে ক্ষমা চান। এরপরই চূড়ান্তভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শাস্তিপ্রাপ্তদের

মধ্যে চারজন এসএসসি ও চারজন এইচএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে যুক্ত ছিলেন।

এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাওয়া পরীক্ষকরা হলেন- সাভারের সেন্ট যোসেফস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চতর গণিত বিষয়ের পরীক্ষক মহসীন আলামীন, ঢাকার যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পরীক্ষক মো. সাখাওয়াত হোসাইন আকন, ঢাকার নবাবগঞ্জের মুন্সীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও গণিত বিষয়ের পরীক্ষক আবু বকর সিদ্দিক এবং টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার সুল্লা আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ের পরীক্ষক মো. আলেকজান্ডার মিয়া।

আর এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাওয়া পরীক্ষকরা হলেন- নরসিংদীর বেলাব উপজেলার বারৈচা কলেজের বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষক মধুছন্দা লিপি, ঢাকার ডেমরার রোকেয়া আহসান কলেজের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষক মুরছানা আক্তার, সাভারের হাজী ইউনুছ আলী কলেজের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রভাষক

মো. জাকির হোসাইন এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈরের শফিপুর এলাকার ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রভাষক মো. রাকিবুল হাসান।

শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, পাবলিক পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।